গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

‘কালাচুক্তি’র নায়কদের কলঙ্কিত ভাবমূর্তি ফেরাতেই কি চটশিল্পে ধর্মঘটের ডাক ?

প্রশ্নটা শুধু আমাদের নয়, চটশিল্পের সাথে যুক্ত রাজ্যের দু'লক্ষ শ্রমিকেরই। কারণ খুবই সহজ। গত ২০০২ সালের ৫ জানুয়ারি সিটু, আই এন টি ইউ সি-র নেতৃত্বে যে চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তারপর থেকেই চটশিল্পে এই দুই সংগঠনের নেতৃত্ব, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত চটকল শ্রমিকদের কাছে ধিক্কৃত, নিন্দিত এবং বিচ্ছিন্ন। মূলত তিনটি কারণে এই চুক্তির পর শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা, নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস এবং ক্ষোভের বারুদ জমা হয়। সাধারণ শ্রমিকরা তো বটেই, সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সি-র মিল লেভেলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য ও সমর্থকরাও এই চুক্তির বিরুদ্ধে আজও সরব এবং প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমত, দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিটি চটকলেই মালিকদের অত্যাচার এবং আক্রমণ বাড়ছিল। বহু বছর ধরেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং ই এস আই-এর টাকা মালিকরা আত্মসাৎ করছে। চটশিল্পে পি এফ এবং ই এস আই-এর অনাদায়ী মোট টাকার পরিমাণ আজ ৩০০ কোটি টাকা। সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনির পর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের গ্র্যাচুইটির টাকাও মালিকরা দিচ্ছে না। দিলেও আইন ভেঙে নামমাত্র টাকা দিয়ে শ্রমিকদের বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। চটশিল্পে গ্র্যাচুইটি বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এর উপর মালিকরা জোর করে ৩০/৪০/৫০ টাকার কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করছিল। লক আউট করে যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাই চালাচ্ছিল। কাজের বোঝা জোর করে বাড়াচ্ছিল। এছাড়াও অন্যান্য বঞ্চনা এবং আক্রমণও চলছিল। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ আপসহীন লড়াই চাইছিল। কিন্তু বার বার সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করে আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। ২০০০ সালের মার্চে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন লাগাতার ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিল। সমস্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও ধর্মঘটের আগের দিন কোনও ‘ত্রিপাক্ষিক চুক্তি’ ছাড়াই সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব ধর্মঘট তুলে নেন। অন্য ইউনিয়নের বা শ্রমিকদের মতামতের তোয়াক্কা করেননি তাঁরা। ২০০২ সালেও ১৮টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ৭ জানুয়ারি থেকে আবার লাগাতার ধর্মঘটের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিল। কিন্তু সেবারও সিটু, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি নেতৃত্ব অন্যদের সাথে আলোচনা না করেই ধর্মঘটের দু'দিন আগে ৫ জানুয়ারি একটি চুক্তিতে সই করে ধর্মঘট তুলে নেন। এই চুক্তির ফলে শ্রমিকদের উপরোক্ত দাবিগুলির কোনও সুরাহা তো হলই না, উপরন্তু মালিকদেরই দু'টি প্রধান দাবি মেনে নেওয়া হল। কিছু আংশিক দাবি কাগজে-কলমে মেনে নেওয়া হল বটে, কিন্তু বাস্তবে মালিকরা শ্রমিকদের কিছুই দিল না। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা, নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস এবং ক্ষোভ বেড়ে গেল। দ্বিতীয়ত, মালিকদের দাবি অনুযায়ী ঐ তিন সংগঠনের নেতৃত্ব যা মেনে নিলেন, তা হল, উৎপাদন-ভিত্তিক বেতন চালু করা এবং চটশিল্পের পুরনো বেতন কাঠামো ভেঙে দিয়ে বেতন প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ১০০ টাকা করে দেওয়া। ৫-১-২০০২-এর চুক্তির পর শ্রমিকরা কিছু না পেলেও মালিকরা এই চুক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চটশিল্পে সিটু ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ গুহ তাঁদের গণশক্তি (৩-১২-০৩) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে অভিযোগ করেছেন, “মালিকরা শতাব্দী প্রাচীন মেশিন-পত্রের রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা” করছে। তিনি আরও লিখেছেন, “কাজের বোঝা সহ্য করতে না পেরে শ্রমিকরা সাহায্যকারী হিসাবে ভাগাওয়ালা নেয়।” তাহলে শতাব্দী প্রাচীন মেশিনারি রক্ষণাবেক্ষণে যখন চূড়ান্ত অবহেলা রয়েছে এবং কাজের বোঝা বাড়ার জন্য যখন ভাগাওয়ালা শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ছে, তখন তাঁরা ৫-১-২০০২-এর চুক্তির মধ্যে দিয়ে উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করলেন কেন? সকলেই জানেন, উৎপাদন মূলত মেশিনের ঠিকমত কাজ করার উপর, এবং কাঁচামালের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। তাহলে

সাতের পাতায় দেখুন

ওড়িশায় এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ

২ ডিসেম্বর শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও বন্যাপীড়িত ছাত্রছাত্রীদের ফি মকুবের দাবিতে ভুবনেশ্বরে ডি এস ও'র বিক্ষোভ মিছিল

আজও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বিচার হয়নি

প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বিভীষিকাময় জীবন হননের নানা ঘটনার স্মৃতির ভীড়ে ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার গ্যাস দুর্ঘটনায় তিন সহস্রাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর ভয়াবহ ঘটনা হয়ত বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে যায়। আবার সেই স্মৃতি বুকে মোচড় দিয়ে উঠে বিবেকের দরজায় ঘা মেরে যায় যখন সংবাদপত্রে বের হয় ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বার্ষিকী পালনের খবর। ১৯৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত ভোপাল নগরীতে ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হাজার হাজার মানুষের আর্ত চিৎকার আবার যেন কানে ভেসে আসে। প্রতি বছরের মত এবছরও ৩ ডিসেম্বর পালিত হল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প দুর্ঘটনার, সেই গ্যাসকাণ্ডে গণহত্যার ১৯তম বার্ষিকী। গ্যাস দুর্ঘটনায় মৃত ও জীবিতদের ২০০০-এর বেশি আত্মীয় সন্তান সন্ততি এবং ১৯৮৪ সালের পরে জন্মগ্রহণ করা কয়েকশ শিশু এই দিন ভোপালের ঘাতক ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার গেটে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত কারখানাটিতে মরচে ধরে গেছে। ঝোপ জঙ্গলে ভরে গেছে, তথাপি গণবিক্ষোভের হাত থেকে কারখানাটি রক্ষা করতে বিশাল পুলিশ বাহিনী গেট পাহারা দিয়ে দাঁড়ায়। বিক্ষোভকারীরা ইউনিয়ন কার্বাইডের সেই সময়ের চেয়ারম্যান আমেরিকার নাগরিক ওয়ারেন এম অ্যাণ্ডারসনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে দাবি করে গণহত্যাকারী অ্যাণ্ডারসনকে আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এনে ভারতীয় আদালতে তার বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও গ্যাসকাণ্ডে মৃত ও পঙ্গুদের পরিবারগুলিকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেয়নি এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য

তিনের পাতায় দেখুন

চা-শ্রমিকদের দিকে তাকাবার সময় নেই মুখ্যমন্ত্রীর

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

“কর্মচ্যুত, সপরিবারে অনাহারে জর্জরিত বীরপাড়ার ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক চার সন্তানের জননী ঊষা ছেত্রীর আত্মহত্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখন পর্যন্ত মালিকরা ২৯টি চা বাগান বন্ধ করায় এবং রাজ্য সরকারের নিষ্ঠুর উদাসীনতায় প্রায় ৫০ হাজার চা-শ্রমিক অনাহারে-অর্ধাহারে ও বিনা চিকিৎসায় অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫ শতাধিক শ্রমিক মারাও গেছে। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিনই চেম্বারস্ অফ কমার্স ও মাল্টিন্যাশনালদের সাথে বৈঠক করছেন, কিন্তু এই বিপন্ন চা শ্রমিকদের দিকে তাকাবার এতটুকু সময় তাঁর নেই।

আবার, একদিকে সি পি আই(এম) আশ্রিত তারকেশ্বর লোহারেরা সর্বত্র মাফিয়া রাজ কায়েম করেছে এবং অন্যদিকে ঐ দলের পৃষ্ঠপোষকতায় মালিকরা ছোট ছোট বাগান করছে, যেখানে চুক্তি লঙ্ঘন করে দৈনিক ৪৭ টাকার পরিবর্তে ২৭ টাকা মজুরি দেওয়া হচ্ছে এবং সস্তা দরে রেশন দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা দাবি করছি — (১) অবিলম্বে সমস্ত চা বাগান খোলাতে হবে, (২) কর্মচ্যুতদের সস্তা দরে রেশন দিতে হবে, (৩) চুক্তি অনুযায়ী চা শ্রমিকদের মজুরি ও রেশন দিতে হবে, (৪) কঠোরভাবে মাফিয়ারাজ দমন করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিতে এস ইউ সি আই ও চা শ্রমিকদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের (NBTPEU) উদ্যোগে **১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে আইন অমান্য** আন্দোলনসহ সংগ্রামের নানা কর্মসূচিকে সফল করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।”

মহারাষ্ট্রে মহিলা সম্মেলন

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জেলা মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ৫ নভেম্বর। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীমতি মিনা বরডে। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা মালতী পাপডকর, শ্রীমতী সঙ্গীতা কাম্বলে। শ্রীমতী অনুবাঈ ভোন্ডে, সন্ধ্যা নিধোট, বেনুবাঈ বনকর, সগুনা ভালেকর, নানুবাঈ পুন্ড, ডাঃ সুলোচনা মডাবী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভার সভানেত্রী শ্রীমতী নন্দিনী ভোন্ডে মহিলাদের সমস্যা সমাধানের লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপক সংখ্যায় এম এস এসের সদস্য হওয়ার আবেদন করেন। সম্মেলন থেকে বিদর্ভ কমিটিতে অধ্যাপিকা মালতী পাপডকর সভানেত্রী, নন্দিনী ভোন্ডে সম্পাদিকা এবং নাগপুর কমিটিতে নন্দিনী ভোন্ডে সভানেত্রী, সঙ্গীতা পাওয়ার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

কুলতলিতে এস ইউ সি আই কর্মী খুন

৫ ডিসেম্বর বেলা ১০টা নাগাদ কুলতলি থানার জামতলা হাট থেকে ফিরছিলেন এস ইউ সি আই-এর দুই কর্মী আনন্দ হালদার ও গোঁসাই হালদার। পথেই অপেক্ষা করছিল সি পি এম ঘাতকবাহিনী। তারা আচমকা গুলি করে এদের জখম করে এবং চপার দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। দুজনে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘকাল ধরে জালাবেড়িয়া ২নং অঞ্চলটি সি পি এম-এর দখলে ছিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম এখানে পরাস্ত হয় এবং এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত গঠন করে। এই পরাজয়কে সি পি এম মেনে নিতে পারেনি। তাই ক্রমাগত সন্ত্রাস, লুটপাট এবং হত্যার মধ্য দিয়ে হারানো এলাকা দখল করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা। কিছুদিন আগে কমরেড নফর নস্করকে তারা শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। এস ইউ সি আই সমর্থকদের জমির ধান অবাধে লুঠ করে চলেছে সি পি এম সমাজবিরোধীরা। পুলিশ ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলছে অবাধ সন্ত্রাস।

এস ইউ সি আই পরিষদীয় দলের নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সি পি এমের এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এতদঞ্চলের মানুষকে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

ডি এস ও-ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে

তিন দিন ব্যাপী ক্ষুদিরাম জন্মজয়ন্তী পালন

এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র বড়িষা-সরশুনা শাখার উদ্যোগে ৩-৫ ডিসেম্বর বেহালা চৌরাস্তায় পালিত হল স্বাধীনতা আন্দোলনে ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে শতাধিক ছাত্র-যুবকের এক সুসজ্জিত প্রভাত ফেরি ৩ ডিসেম্বর পথ পরিক্রমা করে। বিকালে এক ভাবগম্ভীর সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয় অগ্নিযুগের বিপ্লবী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলে অংশগ্রহণকারী প্রবোধরঞ্জন সেন, বিপ্লবী নৃপেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা এবং সঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে। সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

৪ ডিসেম্বর 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' বিষয়ক ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার উপর অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী — যেটি নির্মাণ করেছে 'আর্ট এজ' শিল্পী সংস্থা। শিক্ষক নিত্যানন্দ বসুর সভাপতিত্বে ৫ ডিসেম্বরের সভায় ক্ষুদিরামের জীবনসংগ্রাম বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। তিনদিনই গান, আবৃত্তি, নৃত্য, গীতিনাট্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে এলাকার সাধারণ ছাত্র-যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৫তম জন্ম দিবস উপলক্ষে বেহালায় প্রভাত ফেরি

তমলুক হাসপাতালের উন্নয়নের দাবিতে অবস্থান

২৫ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী শতাধিক মানুষ গণঅবস্থানে সামিল হন। অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিটির সভাপতি রাসবিহারী মিশ্র। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করে অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সন্তোষ মাইতি, মন্মথ দাস, প্রদীপ দাস, প্রণব মাইতি, জ্ঞানানন্দ রায়, অনিতা মাইতি প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নতুন জেলা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা হাসপাতালের সাইনবোর্ডে কেবল জেলা হাসপাতাল লেখা হয়েছে, কিন্তু জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। হাসপাতালে ৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র নেই। অথচ ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করে হাসপাতাল চত্বরে বাগান সাজানো হচ্ছে। বেডের তোষক ছেঁড়া, পায়খানা-বাথরুম অপরিচ্ছন্ন, আউটডোরে চিকিৎসক থাকেন না। হাসপাতালে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া ওষুধ কেনা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার। সরকার চার্জ বাড়িয়ে এবং প্যাথলজি, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বেসরকারি মালিকানায় তুলে দিয়ে হাসপাতালকে বেসরকারি মালিকানায় নিয়ে যাচ্ছে।

অবস্থান মঞ্চ থেকে ডাঃ সন্তোষ মাইতির নেতৃত্বে পাঁচজন প্রতিনিধি সি এম ও এইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে জেলা সহ বিভিন্ন ব্লক হাসপাতালের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে নাগরিক কনভেনশন

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, জাল মার্কশিট চক্রকে রোধ করার এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আহ্বানে ২৬ নভেম্বর মেদিনীপুর শহরে একটি নাগরিক কনভেনশন হয়। কনভেনশনে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরুতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসংকোচন নীতিকে কার্যকর করতে কেবলমাত্র প্রথা বহির্ভূত (non-formal) বিষয় চালু করে। এর প্রতিবাদে সেদিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকরা ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র আহ্বানে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলনের চাপে ইতিহাস, ভূগোল, রসায়নবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি প্রথাগত বিষয়ে শিক্ষাদান চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন নানা দুর্নীতি, শাসকদলের সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়া, শাসক দলের তাঁবেদারদেরই শিক্ষক, কর্মচারী এমনকি উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা ইত্যাদি চলছে। উপাচার্যের এবং কলেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে এস এফ আই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বছরের পর বছর ইউনিয়ন দখল করে রেখেছে। এসবের প্রতিবাদে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতেই এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থতার কারণে আসতে না পারায় লিখিত বক্তব্য পাঠান ডাঃ সুশীলা মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন মেদিনীপুর বার কাউন্সিলের সম্পাদক তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, 'অধ্যাপক সংহতি'র পক্ষে সুরেশ দাস, অলক হুই, ভানুরতন গুঁই, সুশান্ত সাহু, ডাঃ এ টি ঘোষ, ডি এস ও-র জেলা সভাপতি কমল সাঁই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মঙ্গল নায়ক, সুদীপ্ত জানা প্রমুখ। কনভেনশনে হরিপদ মণ্ডলকে সভাপতি, তপন সামন্তকে সম্পাদক করে ৩৫ জন সদস্যের 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষা সম্প্রসারণ কমিটি' গঠন করা হয়।

ঢালাও মদের লাইসেন্স নিছক খামখেয়ালি নীতিহীন সিদ্ধান্ত নয়

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের তিন হাজার নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গণদাবীর গত সংখ্যায় (৫৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর ২০০৩) একটি আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, নীতিগতভাবে কতখানি দেউলিয়া হলে বামপন্থী নামধারী একটি সরকার আয় বাড়ানোর অজুহাতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একে নিতান্তই একটি খামখেয়ালি নীতিহীন সিদ্ধান্ত বলা যায় না। সমাজে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। ফলে এর বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তোলা এবং জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায় এর বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই একদিকে যেমন এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বিধানসভায় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, অন্যদিকে দলের যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও ৩রা ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যব্যাপী যুব আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র পক্ষ থেকেও আন্দোলনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ রাজ্যব্যাপী এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও প্রতিরোধ অভিযান সংগঠিত করার আহবান জানিয়েছেন।

মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি ঘোষণায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই উদ্বেগ বোধ করছেন। পশ্চিমবাংলায় এখন সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত মদের দোকানের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। সরকার মার্চ মাসের মধ্যে আরও তিন হাজার দোকানের লাইসেন্স দেবে। এ ব্যাপারে তাদের নতুন নীতি হল, শহরাঞ্চলে ১২ হাজার এবং গ্রামাঞ্চলে ১৮ হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি করে মদের দোকান খোলা। সকলেই জানেন, পশ্চিমবাংলায় এখনও অসংখ্য গ্রাম রয়েছে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থাটুকুও নেই, প্রাথমিক স্কুল নেই, বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি, কেরোসিন দুর্মূল্য। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও বর্ষাকালে দুর্গম, পথ-ঘাট নেই, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই; নিকটবর্তী হাসপাতালে যেতে বহু মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার মানুষের জীবনধারণের এই আবশ্যিক বিষয়গুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা না করে সর্বত্র মদ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন? সে কি শুধুই আয় বাড়ানোর জন্য? সে তো তারা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন খাজনা মাশুল ট্যাক্স চাপিয়ে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। অথচ জনস্বার্থে চাইলে তারা অন্য পথে আয় বাড়াতে পারত। সরকারের নানান দপ্তরের বিপুল পরিমাণ অপব্যয়, চুরি, দুর্নীতি, মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসন, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি রোধ করেও জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকার একটা বিরাট অংশ বাঁচানো যায়। সেই রাস্তায় তারা পদক্ষেপ করছেনা।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ে রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ, ২৬ বছরের 'সুশাসনে' তা ৬৭ লক্ষে পৌঁছেছে। রাজ্যে বর্তমানে ২৭৪টি বড় কারখানা বন্ধ। কেন্দ্র ও রাজ্যের ছোট মাঝারি মিলিয়ে রাজ্যে বন্ধ সংস্থার সংখ্যা ৫৬ হাজার। এছাড়াও কয়েক লক্ষ বেসরকারি ছোট কারখানা বন্ধ। উত্তরবঙ্গের কয়েক'শ বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের করুণ কাহিনী প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। রাজ্যের বিপুল সংখ্যক বেকারবাহিনী কাজের জন্য হাহাকার করে ফিরছে। ক্ষোভ বাড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে। সরকারবিরোধী আন্দোলনগুলি ক্রমাগত জোরদার হচ্ছে। এই ক্ষোভ-বিক্ষোভকে দমন করতে সরকারের পুলিশি আয়োজন ব্যাপক আকার নিচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য জনবিরোধী শাসকদের মতোই বামফ্রন্ট সরকারও অভিজ্ঞতা থেকে এটা ভালই বোঝে যে, সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে পুলিশ দিয়ে হয়তো সাময়িকভাবে দমন করা যায়, কিন্তু তাকে নির্মূল করা যায় না, বরং পরিণতিতে তা আরও তীব্র রূপ নেয়। তাই এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে ক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথে আদৌ না যেতে পারে। এ জন্যই সরকার মদ, ড্রাগ, জুয়া, সাট্টা, নোংরা সিনেমা ও পত্র-পত্রিকার ঢালাও ব্যবস্থা রেখেছে।

সি পি এম নেতারা ভালো করেই জানেন, নেশা মানুষের যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে, বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়। নেশাগ্রস্ত মানুষ অপরাধবোধে, হীনমন্যতায় ভোগে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। তাই যুগে যুগে শোষকশ্রেণী শোষিত মানুষকে মাদকাসক্ত করতে চেয়েছে। আর শোষণের বিরুদ্ধে যারা লড়াই গড়ে তুলেছে তারা চেয়েছে, মানুষকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করতে। তাই শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য প্রসারের বিরুদ্ধেও তারা লড়াই গড়ে তুলেছে। ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের দেশের যৌবনকে নেশায় আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। সেজন্য মাদকদ্রব্যের ব্যাপক আমদানি ঘটিয়েছিল। অপরদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ — গান্ধীজী থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সকলেই মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করেছিলেন। ক্ষুদিরাম সহ অসংখ্য বিপ্লবীর স্বাধীনতা আন্দোলনে হাতেখড়িই হয়েছিল মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলনে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনে যুক্ত অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন, পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন।

একই ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষ করি, চীনের ক্ষেত্রেও। বিদেশি শাসকরা গোটা চীন জাতিকে আফিমের নেশায় বুঁদ করে রেখেছিল। নির্মম শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের মাথা তুলতে দেয়নি। এর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাতেই চীন বিপ্লবের মহান রূপকার মাও সে তুং-কেও দেশের মানুষকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি এই সর্বনাশা নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই পশ্চিমবাংলাতে পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে বামপন্থী আন্দোলনেও মাদকদ্রব্য বিরোধী আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। সেদিনের আন্দোলনে সি পি এম সহ বামফ্রন্টের অনেক দলই ছিল। সেই আন্দোলনে বামপন্থীদের যুক্তি ছিল, দেশের শোষিত মানুষ যাতে শোষণের চরিত্র ধরতে না পারে, নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ যাতে তাদের মূল সমস্যাকে চিনতে না পারে, ভুলে থাকে, তারা যাতে মালিকী শোষণ থেকে মুক্ত হতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে তুলে আন্দোলন করতে না পারে, সেজন্যই মালিকরা তাদের মাদকাসক্ত করে রাখতে চায়। আজ সরকারে বসে সি পি এমের মুখে ভিন্ন সুর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মাদকদ্রব্য বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কংগ্রেস যেমন ক্ষমতায় যাওয়ার পর মাদকদ্রব্যের প্রসারে নেমেছিল, তেমন করে সি পি এম সহ বামফ্রন্টের অন্য দলগুলি আজ একই কাজ করতে চলেছে একই উদ্দেশ্যে, শাসক-শোষকের স্বার্থ রক্ষা করতে।

বামফ্রন্টের নেতারা আজ যুক্তি করছেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে মদ খাওয়ার অভ্যাস বেড়েছে। তাই বেশি করে মদের দোকানের লাইসেন্স দিলে সরকারের আয় বাড়ার একটা রাস্তা বাড়বে। চমৎকার যুক্তি! সকলেই মানবেন, দীর্ঘদিন ধরে নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও তারপর লাগাতার বামপন্থী আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবাংলার জনমানসে যে সমাজমুখী মানসিকতা ও রুচি-নীতি-নৈতিকতার মানটি গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস এবং তারপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আজকের বামফ্রন্ট ভুক্ত দলগুলির, বিশেষত তার বড় শরিক সি পি এমের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী পার্লামেন্টারি রাজনীতির ধাক্কায় তা প্রতিদিন অতিদ্রুত ধ্বসে পড়ছে। তাই প্রতিদিন সমাজে অপরাধমূলক কাজ বাড়ছে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড, মহিলাদের উপর অত্যাচার রোজকার খবর হয়ে উঠছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে আজও যতটুকু মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, রুচিবোধ অবশিষ্ট রয়েছে, রাজ্যব্যাপী মদের দোকানের ব্যাপক প্রসার তাকেই শেষ করে দেবে। সরকারের টাকার অভাব —এইসব অজুহাত তুলে সি পি এম আজ সেই কাজটাই করতে যাচ্ছে শাসকশ্রেণীর হয়ে, তাদের তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার দিকে চোখ রেখে।

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব

এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা দেবপ্রসাদ সরকার গত ২ ডিসেম্বর বিধানসভায় নিম্নলিখিত মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

"রাজস্ববৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার এই রাজ্যে প্রায় তিন হাজার অতিরিক্ত মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের পুর এলাকায় ১২ হাজার লোক পিছু একটি করে মদের দোকান এবং গ্রামাঞ্চলে ১৮ হাজার লোকপিছু একটি করে দেশি বা বিদেশি মদের দোকান থাকবে।

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একদিন যে রাজ্যে দেশবন্ধু সি আর দাসের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন দেশব্যাপী বিবেক ও মনুষ্যত্বের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল, আজ সেই ঐতিহ্যকে পদদলিত করে সমস্ত নীতি আদর্শ ও বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে রাজ্য সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে রাজ্যের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত।

জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি।"

মদের ঘাঁটি উচ্ছেদ অভিযান

এস ইউ সি আই মধ্য কলকাতা আঞ্চলিক কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর সকালে লেনিন সরণীতে অবস্থিত ইউনিয়ন চ্যাপেল চার্চ ও স্কুলের সামনে মদের ঘাঁটি উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।

ঐ অবৈধ মদ ব্যবসার বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনের চাপে পুলিশ গত বছর এই ঠেক তুলতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় সম্প্রতি মদের ঠেকটি আবার চালু হয়।

এ দিন সকালে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে স্থানীয় জনসাধারণ চোলাই মদের ব্যাগ উদ্ধার করে, ঘটনাস্থলে পুলিশকে ঘেরাও করে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। অবশেষে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে।

এস ইউ সি আই মধ্য কলকাতা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড ভারতী মৈত্র স্থানীয় থানায় দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে মদের ঠেকের মালিককে গ্রেপ্তার করতে হবে ও ঐস্থানে স্থায়ী পুলিশ পোস্টিং করতে হবে।

আজও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার বিচার হয়নি

একের পাতার পর

আমেরিকার কাছে জোরালোভাবে ক্ষতিপূরণের ও বিচারের দাবি পর্যন্ত জানায়নি — এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভকারীরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীরও কুশপুত্তলিকা দাহ করে। স্পষ্টতই ভারত সরকার, মার্কিন সরকার ও মার্কিন বহুজাতিক শিল্পমালিকদের অসন্তুষ্ট করতে চায়নি।

আজ গ্যাসকাণ্ডের পর ১৯টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও, কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র কয়েকটি পরিবারকে অতি সামান্য সাহায্য করেছে, যেখানে ৬ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতি-পূরণের আবেদন জানিয়েছিলেন। বিপরীতে তারা ১৯৮৯ সালে ৪৭ কোটি ডলারের বিনিময়ে ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে আদালতের বাইরে বিষয়টি মীমাংসা করে নিয়ে কোম্পানি ও অ্যাণ্ডারসনের উপর থেকে সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়েছে।

ইউনিয়ন কার্বাইডের উৎপাদিত বিষাক্ত মিক (মিথাইল আইসোসায়ানেট) গ্যাস কীটনাশক তৈরির উপাদান। এহেন এক ভয়ঙ্কর মারণগ্যাসের মত রাসায়নিক তৈরির কারখানাকে ঘন জনবসতি এলাকায় গড়তে দেওয়া এবং দুর্ঘটনার পরে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির ভূমিকা প্রমাণ করেছে, সরকার তথা দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের কাছে গরিব, সাধারণ মানুষের প্রাণের কানাকড়ি মূল্যও নেই। এমন অভিযোগও উঠেছিল যে, ভোপাল গ্যাসকাণ্ড আসলে দুর্ঘটনা নয়, রাসায়নিক মারণাস্ত্রের পরিকল্পিত পরীক্ষা। এই অভিযোগের কোন তদন্ত পর্যন্ত করেনি ভারত সরকার।

এমন এক বীভৎস গণহত্যাকে, কোটি কোটি টাকার লেনদেন করে অদ্ভুত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার সাথে চাপা দেওয়া হল। প্রশ্ন হল, এমন ঘটনা কি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান, ফ্রান্সের মত দেশে ঘটতে পারত? ঘটলে তাকে এত সহজে চাপা দেওয়া যেত কি?

ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে মেডিক্যালে ছাত্রভর্তিতে স্থগিতাদেশ

এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে মেডিক্যালে ছাত্র ভর্তি করার ছাত্রস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অল বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টুডেন্টস্ অ্যাকশন ফোরাম লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই আন্দোলনের চাপে এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার (এম সি আই) অনুমোদন না পাওয়ায় সরকার তা কার্যকর করতে পারেনি। যে করে হোক এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সরকার এম সি আই-এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও কলকাতার এস এম কে এম কলেজে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তি করার আবেদন জানায়। উল্লেখ্য যে, এভাবে বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে যারা ভর্তি হতে চায়, তাদের জন্য সরকার জয়েন্ট এন্ট্রান্সের বাইরে আলাদা ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেধা তালিকার বাইরে এই ক্যাপিটেশন ফি ভিত্তিক ভর্তির জন্য মনোনীতদের কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থাও গত ১৬ নভেম্বর সরকার করেছিল। ঐদিনও অ্যাকশান ফোরাম এর বিরুদ্ধে কলকাতায় বিক্ষোভ দেখায়। সরকার যেহেতু আদালতের মাধ্যমে এই অন্যায় ব্যবস্থা চালু করতে উদ্যত হয়, তাই অ্যাকশান ফোরাম ও গার্জিয়ান ফোরামের পক্ষ থেকেও হাইকোর্টে সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ২ ডিসেম্বর এক রায়ে হাইকোর্ট এই দুটি মেডিক্যাল কলেজে ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে এন আর আই কোটায় ছাত্রভর্তির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এর ফলে, সরকারি পরিকল্পনা বাধা পেল।

অ্যাকশান ফোরামের আহবায়ক ডাঃ মৃদুল সরকার ও ডাঃ চন্দন মণ্ডল এক বিবৃতিতে বলেন, হাইকোর্টের রায় সরকারি আয়োজনকে মূল্যহীন করে দিলেও, সরকার এই অনৈতিক প্রয়াস চালিয়ে যাবে, ফলে ছাত্র ও অভিভাবকদের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি জরুরি।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভাজন ও বেসরকারীকরণ প্রতিরোধে মেদিনীপুর শহরে ২৮ নভেম্বর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুক্ত মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিদ্যুৎগ্রাহক

সম্মেলনের প্রারম্ভে মেদিনীপুর সুরক্ষা সমিতি ও বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির যৌথ উদ্যোগে 'ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার' বিষয়ে সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন নারায়ণ দাস। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন মধুসূদন মান্না, সমরেন্দ্র নাথ পাল। এছাড়াও আইনজীবী অশ্বিনী সেন, তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বলেন, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ একটি জনবিরোধী, ফ্যাসিস্ট আইন। এই আইন রাজ্য সরকার নাও বলবৎ করতে পারত। আজ বেসরকারীকরণের স্বার্থেই এই আইন কার্যকর করা হচ্ছে এবং এরই ফলে বিদ্যুৎ পর্ষদ বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অভিন্ন মাশুলনীতির মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে চলেছে। আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তৈরি থাকুন। সেমিনারের শেষে প্রতিনিধি অধিবেশনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নারায়ণ দাসকে সভাপতি, মধুসূদন মান্নাকে সম্পাদক, অমল মাইতিকে অফিস সম্পাদক ও অশোকতরু প্রধানকে কোষাধ্যক্ষ করে ৭৫ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

ইংরাজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার

প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি, প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে বুদ্ধিজীবীরা সোচ্চার হয়েছেন। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন — ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ দিলীপকুমার সিংহ, ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জী প্রমুখ ভূতপূর্ব উপাচার্যগণ। আছেন সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ সান্যাল, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নবনীতা দেবসেন, আবুল বাশার প্রমুখ। এছাড়া রয়েছেন ডঃ আর কে দাশগুপ্ত, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী (প্রাক্তন সাংসদ), অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, মানস ঘোষ (সাংবাদিক), গীতানাথ গাঙ্গুলী এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সমিতির পক্ষ থেকে ১২ ডিসেম্বর এক গণডেপুটেশনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

জাতপাতের রাজনীতিতে সামিল সি পি এম

জাতপাতের রাজনীতিতে শরিক হয়েছে সি পি এমও। 'জাঠের সঙ্গে জাঠের লড়াইয়ে জাঠ তাস খেলছে সি পি এম' শীর্ষক একটি সংবাদ ২৭ নভেম্বর 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় ছাপা হয়। তাতে বলা হয়েছে, "হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে জাতের আধার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রসারের অন্যতম উপাদান। রাজস্থানে ১৮টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে গিয়ে জাতপাতের অঙ্ককেই অন্যতম গুরুত্ব দিতে হয়েছে। উপেক্ষা করা যায়নি। জাঠ প্রধান শেখওয়াতি এলাকায় দশটি কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থীরাও জাঠ।" পত্রিকাটি আরও লিখেছে, "তিরুবনন্তপুরমের বিশেষ অধিবেশনে পার্টি মেনেছে, অনেকক্ষেত্রে জাতের শোষণ শ্রেণী শোষণে পরিণত হয়েছে। তাই জাতের আধারে লড়াই একেবারে বর্জ্য নয়।" বোঝাই যাচ্ছে সি পি এম জাতপাতের রাজনীতিতে তাত্ত্বিক বৈধতার ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে। ফলে মুলায়ম - লালু - মায়াবতীদের জাতপাতের রাজনীতির নতুন শরিক সি পি এম। এদের সঙ্গে জোট বন্ধন করে তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে সি পি এমের তাই আটকায় না। শুধু জাতপাতের রাজনীতিই নয়, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি অসম গণপরিষদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতাতেও সি পি এম রয়েছে। ভোটের স্বার্থে একটি/দুটি সিট পাওয়ার জন্য কখনও লালুর সঙ্গে ঐক্য, কখনও কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের ভোট দেওয়া — কোন কিছুতেই সি পি এম আজ পিছিয়ে নেই। রাজস্থানের শিকার-এ পার্টি অফিসে বসে ডি ওয়াই এফ আই নেতা রামপ্রসাদের বলতে দ্বিধা নেই "এখানে দশ হাজার ভোট কংগ্রেসেই যাবে। কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছি না, খালি ভোটটা দিয়ে দেব।" (প্রতিদিন, ২৭-১১-০৩)। সি পি এম-এর রাজনীতি যত মন্ত্রীত্বমুখী হচ্ছে, ততই মালিকশ্রেণীর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। ভোটের স্বার্থে জাতপাত, প্রাদেশিকতা, উপজাতীয় মানসিকতাকে উস্কানি দেওয়া প্রভৃতি সংকীর্ণতার খোলাখুলি আশ্রয় নিতে তারা আজ লজ্জাও পাচ্ছে না। এই রাজনীতির ভয়াবহ পরিণাম সি পি এমের সৎ কর্মী সমর্থকদের ভেবে দেখা দরকার।

আন্দোলনের চাপে হাসপাতালে চার্জ কমছে

মানুষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ অসন্তোষ এবং আন্দোলনের চাপে অবশেষে রাজ্য সরকার সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন চার্জ বেশ কিছুটা কমাতে চলেছে। "হৃদ্‌যন্ত্রে পেসমেকার বসানো, ভালভ্ বা কিডনি প্রতিস্থাপন থেকে শুরু করে সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস — সমস্ত ক্ষেত্রে এক ধাক্কায় অনেকটাই চার্জ কমিয়ে দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। তারা রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং এস এস কে এম হাসপাতালে ইতিমধ্যেই চার্জ কমানো সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে। এই নয়া নির্দেশ অনুসারে পেসমেকার বসাতে যা খরচ পড়ছে তা বেসরকারি যে কোনও হাসপাতালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। কিডনি বা হৃদ্‌যন্ত্রে ভালভ্ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালের খরচ কলকাতার বহু নামী বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রের অর্ধেকের কম। আগামী দিনে অন্যান্য ক্ষেত্রেও চার্জ কমানোর কথা ভাবছে স্বাস্থ্য দপ্তর।" (সংবাদ প্রতিদিন, ২৭-১১-০৩)।

হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদে গোড়া থেকেই আন্দোলন করে আসছে এস ইউ সি আই। এই ইস্যুতে এ বছর দু'দুবার বাংলা বনধও করা হয়। প্রবল জনসমর্থনের ফলে ২৭ জানুয়ারি এবং ২১ আগস্ট বাংলা বনধ সর্বাত্মক সফল হয়। তারপর অক্টোবর নভেম্বর মাস নাগাদ চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ হাসপাতালের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে কলকাতায় আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। আন্দোলনে নামে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'। এই আন্দোলনের ধারাতেই রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দেন। ইতিমধ্যে টাকার অভাবে শিশু শাবানার মৃত্যু ঘটে। ওকে আনা হয়েছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ১০০০ টাকা দিতে না পারায় তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। বাড়ি ফেরার পথে তার মৃত্যু হয়। মিছিলের জন্য তার মৃত্যু ঘটেছে বলে চালাতে চাইলেও জানা যায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ যোগাবার পয়সা নেই বলে শাবানার বাবা মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি না করে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পথে তার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু জনসাধারণের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একের পর এক ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের দৈন্যদশা, চিকিৎসার বেহাল অবস্থা ক্রমাগত সামনে আসতে থাকে। একে ভিত্তি করে আন্দোলনও গড়ে উঠতে থাকে। ফলে সামগ্রিকভাবে চাপের মধ্যে পড়ে সরকার বর্ধিত চার্জ কমাবার এবং ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের কথা ভাবছে। আন্দোলন করে প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই — হতাশাবাদীদের এ হেন বক্তব্য সমস্যা কমায় না, বরং প্রতিবাদ আন্দোলন সরকারের ওপর যে চাপ তৈরি করে তাতে সরকার সমস্যা সমাধানে কিছুটা হলেও উদ্যোগী হতে বাধ্য হয়। সরকার জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না চললে আন্দোলন মিছিল মিটিং তখন প্রয়োজন হয়। কারণ বধিরকে শোনাতে গেলে উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ প্রয়োজন।

সন্ত্রাসবাদ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সপক্ষে একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, তা হচ্ছে, ঐসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে যে আক্রমণগুলি সে চালিয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিল কোথাও কমিউনিস্ট আন্দোলন, কোথাও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করা। এরই প্রয়োজনে সে আমেরিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সৈন্য পাঠিয়ে ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি দখল রাখার চেষ্টা করেছে, কোথাও বা একটি পুতুল সরকার বসিয়ে সেই দেশকে কার্যত দখল করে রেখেছে। আবার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকে কার্যত অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করে সে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। যতদিন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল ততদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশেষভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীনকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যেই সে তুলেছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান। এরই প্রয়োজনে একদিকে যেমন সে ন্যাটো (NATO), সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) প্রভৃতি সামরিক জোট তৈরি করেছে, অপরদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ-এর মতো অর্থনৈতিক সংস্থাকে ব্যবহার করে একের পর এক নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ অথবা আধা- ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে তাদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য, পুরনো বাগদাদ চুক্তি থেকে ইরাক বেরিয়ে যাবার পর তার নাম হয় সেন্টো। যাই হোক্, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির টিকে থাকা পর্যন্ত তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে প্রতিহত করার পক্ষে বিশ্বে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ বিশ্বের তাবড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চাইলেই যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারত না। যদিও এর মানে এ নয় যে সাম্রাজ্যবাদ তার আগ্রাসন বা যুদ্ধ বাধাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যুদ্ধ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আজকে কমিউনিজম রোখার, অথবা কোন দেশকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাবমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা শেষ। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রয়োজনে আমেরিকা যে নতুন যুক্তি দাঁড় করিয়েছে, তার নাম সন্ত্রাসবাদ দমন। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন থেকে ইরাক সর্বত্রই সন্ত্রাসবাদের অজুহাত অন্বেষণে আজ খুবই ব্যস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত ঃ (১) যে সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে অজুহাত করে আমেরিকা বিভিন্ন দেশে আক্রমণ চালায়, বোমাবর্ষণ করে, সেই সব দেশের ঐ সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সকলেই কোন এক সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা সৃষ্ট এবং সাহায্যপুষ্ট। আর বিভিন্ন দেশের এই সব সন্ত্রাসবাদীদের প্রায়শই আমেরিকা তার হীন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, সেই সেই দেশের স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং কোথাও কোথাও ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করেছে। আবার, সেই সন্ত্রাসবাদী শক্তি কোনভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে গেলে, সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সেই দেশের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়ে সেই দেশ দখল করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আগ্রাসনের পর তাদের আর ঐ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে খুঁজে বার করার প্রয়োজন হয়না। ঠিক এই ঘটনা আমরা দেখতে পেয়েছি আফগানিস্তান আক্রমণের সময়। আফগানিস্তানের সোভিয়েট অনুগামী গণতান্ত্রিক সরকারকে খতমের প্রয়োজনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেছিল তালিবান গোষ্ঠী ও ওসামা বিন লাদেন-কে। এই আফগানিস্তানে পূর্বতন সরকারের পতনের পর তালিবান গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে এবং তা আমেরিকার মদতেই। কিন্তু তারা যখন আর মার্কিন ছত্রছায়ায় থাকতে চাইল না, বিশেষত আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে তেলের লাইন নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যখন তারা মার্কিন স্বার্থের বিরোধিতা করল, তখনই তারা সন্ত্রাসবাদী আখ্যা পেয়ে গেল। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের হাত থেকে যারা আফগানিস্তানকে 'মুক্তি' দিল (মার্কিন বক্তব্য), তারা রাতারাতি সন্ত্রাসবাদী বনে গেল। এই 'সন্ত্রাসবাদী'দের উপর আক্রমণ করার পেছনে নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনা একটা জোরালো অজুহাত হিসাবে পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল যে, আমেরিকা আফগানিস্তানের দখলদারী নেওয়ার পর তালিবানি সন্ত্রাসের নায়ক ওসামা বিন লাদেনের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না এবং আমেরিকা তার খোঁজ পাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহও দেখাচ্ছে না, যদিও তাদের সংবাদসূত্র বলছে লাদেন এখনও জীবিত।

মধ্যপ্রাচ্য সবসময়েই সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়া ক্ষেত্র

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ দৃষ্টি দীর্ঘকালের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে তাদের লুণ্ঠনের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া বিশেষত আমেরিকা ও তার দোসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রের নানা রাজনৈতিক কূটকৌশল এবং পরিশেষে সামরিক হস্তক্ষেপ — এভাবেই আবর্তিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাগ্য। একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ট ইজরায়েলকে গোটা আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে প্যালেস্টিনীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে মধ্যযুগীয় শেখদের শাসনাধীন বিভিন্ন আরব দেশে শাসকদের সাহায্যে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একের পর এক নানা ব্যবস্থা, নানা পরিকল্পনা চাপিয়ে দিয়েছে। কখনও একের বিরুদ্ধে অপর দেশকে যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, কখনও তাদের পরিকল্পনায় সায় না দিলে সেই সব দেশের শাসকদের গদিচ্যুত করার জন্য নানা শক্তিকে মদত দিয়েছে, সি আই এ-র সাহায্যে 'ক্যুপ' (অভ্যুত্থান) ঘটিয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বৃহত্তম তেলভাণ্ডার সৌদি আরব আজ কার্যত আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত।

সাম্রাজ্যবাদীদের হীন স্বার্থ রক্ষার জন্যই ইরাকের উদ্ভব

ইরাক হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ভাণ্ডার। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইরাক ছিল কার্যত ব্রিটিশ উপনিবেশ। শুনতে অদ্ভুত হলেও একথা সত্য যে, আধুনিক যে ভৌগোলিক সীমানার রাষ্ট্রকে ইরাক বলা হয় তা সৃষ্টি করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা তৎকালীন মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করে দখল করে। সে সময় যারা এর বিরোধিতা করেছিল বা বিদ্রোহ করেছিল, ব্রিটিশ বিমানবাহিনী নির্মমভাবে বোমাবর্ষণ করে তাদের দমন করে। এই এলাকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের আকাঙ্ক্ষা বা সংস্কৃতির কোন তোয়াক্কা না করেই ইরাক রাষ্ট্রটি গড়ে তোলা হয়। আবার ১৯২১ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরুপ্রান্তরে আরেকটি সীমারেখা টেনে দেয় এবং এভাবে কুয়েত রাষ্ট্র তৈরি হয়। ১৯৩২ সালে ইরাক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং লীগ অব নেশনসে স্থান পায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদপুষ্ট রাজা এই রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত হন।

এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে তার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয়। সর্বাধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হওয়ার দরুণ মধ্যপ্রাচ্য ও তার তেল ভাণ্ডারের ওপর তার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সে যে নীতি গ্রহণ করে, তাই আজকের ইরাক তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির কারণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হল আরব রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত হতে না দেওয়া। একদিকে যেমন সে তার তাঁবেদার ইজরায়েলের জন্ম দিয়েছে, অপরদিকে ইরাক ও ইরানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে উভয় দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সে যেমন তার অস্ত্র শিল্পকে তেজি রেখেছে, অপরদিকে এই দ্বন্দ্বের সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভাণ্ডারটিকে সুবিধামত শোষণ করছে। আমেরিকার এই নীতি পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫১ সালে। সে সময় ইরানে ডঃ

ছয়ের পাতায় দেখুন

৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০৩ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে যুদ্ধবিরোধী ও ইরাকে সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে শিশুরাও সামিল হয়

৯ জন আফগান শিশুকে হত্যা করল মার্কিন সেনারা

৬ ডিসেম্বর গজনি শহরের ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত 'মাকুর'-এ একটি চারদিক ঘেরা মাঠে আফগান শিশুরা খেলা করছিল। মার্কিন যুদ্ধ বিমান, জনৈক তালিবান নেতাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে যায়। তাদের চালানো গুলিতেই ঐ খেলার মাঠে ৯ জন শিশু নিহত হয়। কোনও হুঁশিয়ারি না দিয়ে, আঞ্চলিক আফগান কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ মার্কিন যুদ্ধবিমান এই হানাদারি চালিয়েছে। সেনাকর্তৃপক্ষ এই মর্মান্তিক শিশুহত্যাকে 'দুঃখজনক' বলে দায় সেরেছে। কারণ, তারা জানে দখল করা আফগানিস্তানে তারা যত বর্বর কার্যকলাপই চালাক, তাদের শাস্তি তো দূরের কথা, কোনও বিচারই হবেনা।

গত নভেম্বরে এইরকম বিমান হানায় পাকটিকাতে ৬ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এর ৩ সপ্তাহের মধ্যেই, একইভাবে নুরিস্তানে এক পরিবারের ৮ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। ২০০২ সালের জুলাই মাসে উরুজগানে মার্কিন বিমান থেকে একটি বিয়ে বাড়িতে গুলি চালিয়ে ৪৮ জনকে হত্যা ও ১৭ জনকে আহত করা হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন লড়াইয়ের এই হচ্ছে নমুনা। (রয়টার্স, হিন্দুস্তান টাইমস্, ৯-১২-০৩)

সন্ত্রাসবাদ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

পাঁচের পাতার পর

মোসাদ্দেক ক্ষমতায় আসীন হয়ে ইরানের সমস্ত তেল সম্পদকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনেন। তারপরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী খেলা শুরু হয়ে যায়। দু'বছরের মধ্যেই ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে সি আই এ পরিচালিত একটি 'ক্যু'র সাহায্যে মোসাদ্দেককে হটিয়ে ইরানের শাহ্ ক্ষমতায় আসেন। এবং এই শাহ্ সরকার কার্যত আমেরিকার তাঁবেদার সরকারে পরিণত হয়।

ইরাক-ইরান দ্বন্দ্ব — একটি সাম্রাজ্যবাদী কৌশল

ব্রিটেনের তাঁবেদার ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফয়জাল ১৯৫৮ সালে সেনা অফিসার কর্ণেল আবদাল কাসিমের নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারিত হন। তারপর নানা বিশৃঙ্খলার বছর পার হয়ে কাসিম অপসারিত হন আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। এর দ্বারা বাথ সোস্যালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসীন হয়। জেনারেল আহমেদ হাসান বক্র প্রেসিডেন্ট এবং সাদ্দাম হোসেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। মজার ব্যাপার হল বাথ পার্টির এই অভ্যুত্থানের পেছনে সি আই এ-র পুরোপুরি মদত ছিল। জেনারেল বক্র ১৯৭২ সালে ইরাকের সমস্ত তৈলখনিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। এরপরেই আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ইরানের তেল সম্পদ রাষ্ট্রীয়করণ করার পর যা করেছিলেন, ইরাকের ক্ষেত্রেও তা যাতে করা যায় তার পরিকল্পনা করলেন। তিনি ইরাকের কুর্দদের অস্ত্র সাহায্য করে তাদের বিদ্রোহে উস্কানি দিতে শুরু করলেন এবং ইরাক আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত হল। ১৯৭৫ সালে আমেরিকার ইরাক বিরোধী কার্যকলাপ কিছুটা স্তিমিত হয়। এ সময় সাদ্দাম হোসেন (তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট) ও ইরানের শাহের সাথে একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে শাত-এল আরবের মতো গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর ইরানের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় এবং পারস্য উপসাগরের ওপর ইরান তথা আমেরিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাকের জলপথের এই কর্তৃত্ব হারানোর ফলে আমেরিকা সামরিকভাবে নিশ্চিন্ত হয় এবং কুর্দদের মদত দেওয়া বন্ধ করে। তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব হেনরি কিসিংগার এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'covert operation should not be confused with missionary work.'। নিক্সনের সময় আমেরিকা ইরানকে প্রচুর পরিমাণে সামরিক সাহায্য বাড়িয়ে দেয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থান ও মার্কিন কূটনীতি

মার্কিন উস্কানি যেমন ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ, তেমনি বৃহত্তম তেলভাণ্ডারের ওপর একাধিপত্য ছাড়াও আর একটি বিষয় আমেরিকার এই কূটনীতির পেছনে কাজ করেছিল। সেটি হল মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত ইরানে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব করা। ১৯৭৯ সালে মধ্যপ্রাচ্যের এই অঞ্চল লটিতে একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যায়। ইরানের শাহ্ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আয়াতুল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে এক নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই খোমেইনি পরিচালিত সরকার একদিকে যেমন মুসলিম মৌলবাদী নীতি গ্রহণ করে, অপরদিকে প্রবল আমেরিকা বিরোধী অবস্থান নেয়। ইরানে আমেরিকার দূতাবাস আক্রান্ত হয়, ৪৪০ দিন দূতাবাস কর্মীদের বন্দী করে রাখা হয়। সর্বোপরি ইরানে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ইরানের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও তার ফলে শাত-এল আরবের জলপথে আমেরিকার আধিপত্য হাতছাড়া হওয়ার জন্য আমেরিকা শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

প্রায় একই সময়ে জেনারেল বক্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় আসেন এবং ইরাক ও বাথ পার্টির সর্বময় কর্তা হন। কমিউনিস্ট সহ সকল বিরোধীদের সাদ্দাম নির্মূল করে নিশ্চিন্ত হন। উল্লেখ্য যে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই সেদিন সাদ্দাম হোসেনকে সরবরাহ করেছিল সি আই এ। এই ধরনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আমেরিকা ইরাককে শুধু সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করে তাই নয়, আমেরিকার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা বিগনিউ ব্রেজেজিনস্কি শাত-অল আরবে দখল নেওয়ার জন্য ইরাককে ইরান আক্রমণে প্ররোচিত করে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ১৯৮০ সালে জিমি কার্টার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন ও এসময় আমেরিকা কার্টার নীতি (Carter doctrin) গ্রহণ করে, যার মূল কথা হল আমেরিকা তার তেলের স্বার্থে এই অঞ্চলে সামরিক অনুপ্রবেশ ঘটাবে। ঐ বছরেই সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে ইরাক ইরানকে আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে আমেরিকা ইরাককে সরাসরি এবং ইরানকে গোপনে মদত দেয়। আট বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। এরপর প্রেসিডেন্ট রেগানের সময় আমেরিকা ও ইরাকের সম্পর্কের উন্নতি হয়। ১৯৮৪ সালে আমেরিকা ইরাকের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে। এবং ইরানে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে ইরাককে প্রভূত পরিমাণে সামরিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে। আবার এই রেগান প্রশাসনের আমলেই আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিমুখী নীতি নেয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে ইরাককে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে থাকে, অপরদিকে ইরানের সাথেও গোপনে ও প্রকাশ্যে নানা কূটনৈতিক কৌশল অনুসরণ করতে থাকে। একদিকে ইরানের বিরুদ্ধে, কুর্দদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগে সাদ্দাম হোসেনকে সবরকম সাহায্য দেয়, অপরদিকে ইরাক-ইরানের এই যুদ্ধ চলাকালীনই আমেরিকা ইরানকে ১০০০ তাও (Tow) মিসাইল বিক্রি করে। এর ফলে যে অর্থ আমেরিকা পায়, তা নিকারাগুয়ায় কন্ট্রা বিদ্রোহীদের উস্কানি দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব ইতিহাস আজ বিশ্ববাসীর অজানা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে দেয়।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

হিন্দিতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর পারবেলিয়া হিন্দি প্রাইমারি স্কুলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সি পি যাদব। কনভেনশনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দিতে প্রশ্নপত্র সহ শিক্ষাসংক্রান্ত কিছু দাবির উপর আলোচনা করেন শালতোড় হিন্দি হাইস্কুলের শিক্ষক কামেশ্বর প্রসাদ যাদব। কনভেনশনের অন্যতম বক্তা ছিলেন ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির রাজ্য সহসম্পাদিকা সঙ্গীতা মিশ্র। ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের শেষে একটি আঞ্চলিক ছাত্র সংঘর্ষ কমিটি গঠন করা হয়।

ব্রিটিশ শাসকদের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন কৃষ্ণাঙ্গ কবি

রানি এলিজাবেথের দেওয়া পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন কৃষ্ণাঙ্গ কবি বেঞ্জামিন জেফানিয়া। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে পাঠানো চিঠিতে এই পুরস্কারের সংবাদ পেয়েই ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত টনি ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, 'মিস্টার ব্লেয়ার, আপনি আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না। যখন আমাদের পক্ষে আপনার দাঁড়ানোর কথা ছিল, তখন আপনি নীরব থেকেছেন, বরং আমেরিকার বক্তব্যই আপনার বেশি পছন্দ হয়েছে।"

এই তিরস্কার এল এমন এক সময়, যখন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল অধিনায়ক ডেভিড বেকহ্যামকেও রানি এই খেতাব দিতে যাচ্ছেন। অতীতে অভিনেত্রী হেলেন মিরেন, চিত্র পরিচালক কেন্ লোচ-এর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরাও এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন ব্যক্তিগত স্তরে। আর, গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এই প্রথম প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন কবি বেঞ্জামিন জেফানিয়া।

তিনি লিখেছেন, 'আপনারা আমাকে 'অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'এম্পায়ার' (সাম্রাজ্য) শব্দটা শুনলেই আমার খুব রাগ হয়। কারণ, এটা আমাকে ক্রীতদাসত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়, হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ওপর চলা নৃশংস অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা স্মরণ করিয়ে দেয়, কীভাবে আমাদের মায়েরা ধর্ষিতা হয়েছেন, পিতৃপুরুষরা অত্যাচারিত হয়েছেন। এই 'সাম্রাজ্যে'র ধারণার অনুসারী ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাই আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে যে, ক্রীতদাসত্বের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস শুরু এবং আমরা নাকি জন্মগতভাবেই ক্রীতদাস। এই 'সাম্রাজ্যে'র ধারণার প্রভাবেই কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে পর্যন্ত ভুলতে বসেছে। নিজস্ব শিকড়ের দুশ্চিন্তায় আমি ভারাক্রান্ত নই এবং আত্মপরিচিতির সমস্যায় আমি ভুগছি না। আমার দুশ্চিন্তা ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং সকল মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে।'

বিদ্রোহীদের পোষ মানানোর কসরৎ দীর্ঘদিনের। কিন্তু বিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের বিকৃত লালসা যখন জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তখন জেফানিয়ারা এভাবেই দাঁড়ায় স্পর্ধা নিয়ে, জাগিয়ে দিয়ে যায় বিবেককে।

ডিক চেনির কোম্পানিকে ১০০ কোটি ডলারের বরাত পাইয়ে দেওয়া হল

ইরাকের ক্ষতিগ্রস্ত তেলক্ষেত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য গত ফেব্রুয়ারি মাসেই মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনির কোম্পানি হ্যালিবার্টনকে ঠিকাদারি দেওয়া হয়। সামরিক শক্তির জোরে ইরাক দখল করার আগেই এভাবে লুটের বাঁটোয়ারা শুরু হয়ে যায়। পরে আমেরিকাতেও এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, টেণ্ডার ছাড়া বরাত দেওয়া হল কেন? আগস্ট মাসে সিদ্ধান্ত হয় যে, টেণ্ডার ডাকা হবে। অন্যদিকে হ্যালিবার্টন কোম্পানিকে বরাতের টাকা দেওয়া চলতেই থাকে। তিন মাস হয়ে গেল। বাস্তবে কোনও টেণ্ডারই ডাকা হয়নি। ইতিমধ্যে চেনির কোম্পানিকে মার্কিন সরকার, ইরাকে অবস্থিত সেনাকর্তৃপক্ষ মারফৎ ১০০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার পাইয়ে দিয়েছে। এখন সরাসরি ঘোষণা করা হল, টেণ্ডার ডাকতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, অতএব চেনির কোম্পানিকেই বিনা টেণ্ডারে ইরাকের সকল তেলক্ষেত্রগুলি মেরামতের ঠিকাদারি দেওয়া হল। এভাবেই মার্কিন শাসকরা ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মার্কিন একচেটে পুঁজিপতিদের পেট মোটা করার ব্যবস্থা নিয়েছে।

(দি গার্ডিয়ান, ৭-১২-০৩)

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মহিলা সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২ নভেম্বর জবলপুর শহরের মাখনলালা চতুর্বেদী সভা ভবনে।

সম্মেলন শুরুর আগে জেলা শাসক অফিসের সামনে জমায়েত হন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মা-বোনেরা। এখান থেকে সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সম্মেলন হলে এসে উপস্থিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য নেত্রী কমরেড চন্দ্রা পাত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেশ দত্ত মিশ্র, প্রধান বক্তা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড মীনা যাদব। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস জাগৃতি শর্মা, জলি সরকার, সুভদ্রা বিশ্বাস। জনগণের নানা সমস্যা ও সম্প্রতি মহিলাদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে দুটি প্রস্তাব পাঠ করেন চৈতী সেনগুপ্তা ও গঙ্গা সূর্যবংশী। প্রস্তাব সমর্থন করেন জয়শ্রী সমাদ্দার। প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এস ইউ সি আই রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ইউ পি বিশ্বাসও বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন থেকে কমরেডস্ জাগৃতি শর্মাকে সভানেত্রী, কল্পনা বারুইকে সহ-সভানেত্রী, চন্দ্রা পাত্রকে সম্পাদিকা এবং জলি সরকারকে কোষাধ্যক্ষ করে এ আই এম এস এস-এর মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

চটশিল্পে ধর্মঘটের ডাক কেন ?

একের পাতার পর

গোবিন্দবাবুরা কি চুক্তিতে মালিকদের উপর এই শর্ত চাপিয়েছিলেন যে, মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক মতো করেই এবং সঠিক কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান রেখেই উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করতে হবে? তাঁরা মালিক বা ম্যানেজমেন্টের উপর কোনও দায়িত্ব নির্দিষ্ট না করেই উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। এর অনিবার্য ফল হল, শ্রমিকের বেতন কাটা যাওয়া বা 'কাটৌতি'। এছাড়া বিভিন্ন কারখানায় তালা বন্ধ করে তালা খোলার শর্ত হিসাবে উৎপাদনের 'নর্মস্' (সময়ভিত্তিক পরিমাণ) চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেকথা সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতারা ভালভাবেই জানেন। ফলে ওই 'নর্মস্' অনুযায়ী উৎপাদন দিতে শ্রমিকরা কোনদিনই পারবে না — সুতরাং বেতন তাদের কাটা যাবেই। শুধু কি তাই ? উৎপাদন কোন কারণে কম হলে (নর্মস্ অনুযায়ী) উৎপাদনের সাথে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় তাদেরও, অর্থাৎ ক্লার্ক, দারোয়ান, ইলেকট্রিসিয়ান, সুইপার — এদের সকলেরই বেতন থেকে আনুপাতিক হারে বেতন কাটা যাবে। কি বিচিত্র 'ঐতিহাসিক চুক্তি' !

মালিকদের দ্বিতীয় আব্দারটি ছিল, তারা কম পয়সায় যে শ্রমিক নিয়োগ করছে তাকে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। মালিকের এই আব্দার মেনে নিয়েই চটশিল্পে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত 'মজুরি কাঠামো' ভেঙে দিয়ে তার প্রায় অর্ধেক বেতনের দৈনিক ১০০ টাকার নূতন 'মজুরি কাঠামো' নেতারা চালু করে দিলেন। এর ফলে চটশিল্প থেকে পুরনো বেতন কাঠামোটিই তিন-চার বছরের মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে যাবে এবং তখন চটশিল্পের সর্বোচ্চ মজুরি থাকবে দৈনিক ১০০ টাকা। এর নিচে কন্ট্রাক্ট, ভাউচার, ট্রেনি, লার্নার নামে ৩০/৪০ টাকা থেকে শুরু করে আরও কম বেতনের শ্রমিক থাকবে। মালিকরা এই চুক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে পুরনো বেতনের শ্রমিকদের শিল্প থেকে যেকোনভাবে হোক নির্বাসন দিচ্ছে এবং শ্রমিকদের উপর জুলুম চালাবার এক অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। ৫ জানুয়ারির চুক্তির পর দেখা গেল, ৩০-৪০-৫০-৬০ টাকার মজুরিতে কর্মরত শ্রমিকদের 'ন্যূনতম' ১০০ টাকা মজুরি তো হলই না, বরং যে শ্রমিকরা ১০০ টাকার অনেক বেশি পেত, এমনকি ১৭৫ টাকা পেত, তাদের মজুরি জোর করে ১০০ টাকায় নামিয়ে দেওয়া হল। এর ফলেই গোটা শিল্প জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলতে শুরু করল। কালাচুক্তির স্রষ্টারা এ বিষয়ে নীরব কেন? কেন রাজ্যের 'শ্রমিকদরদী' শ্রমমন্ত্রী দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন? ১৫-২০ বছর ধরে যেসব অস্থায়ী শ্রমিক পূর্ণ বেতনে কাজ করতেন, তাঁদের মাইনে এক ধাক্কায় অর্ধেক হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। ৫-৬টি সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে কোনও শ্রমিক কি ১০০ টাকার মাইনেতে সংসার চালাতে পারছে? কী বলেন 'ঐতিহাসিক চুক্তি'র নেতারা? ২০০ টাকার দৈনিক বেতন ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে দৈনিক ১০০ টাকা করে দেওয়া হলে, টাটকা রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো মালিকরা যে তার সুযোগ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে — তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া এবারের ২৯ ডিসেম্বরে দাবিপত্রে সিটু, আই এন টি ইউ সি ছ'মাস পর্যন্ত ১০০ টাকারও অনেক কম পয়সায় ট্রেনি শ্রমিক রাখার দাবি দিয়েছেন। এর ফলে কি ১০০ টাকার নিচে তৃতীয় স্তরের একটি বেতন কাঠামো চালু হয়ে যাবে না? তৃতীয়ত, ২০০১ সালের নভেম্বর মাস থেকে মালিকরা বর্ধিত ডি এ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত মালিকরা কোর্টের নির্দেশে নভেম্বরের বর্ধিত ডি এ দিয়ে দেয়। গত ১৮ মাসে শ্রমিকদের পাওনা হয়েছে ১৩৪ পয়েন্ট বর্ধিত ডি এ, যার পরিমাণ মাসে ২৫৪.৬০ টাকা যা শ্রমিকরা পাচ্ছে না। এই ১৮ মাসে প্রতিটি শ্রমিকের পাওনা প্রায় ৫৫০০ টাকার মতো। হাইকোর্ট মালিকদের আপত্তি খারিজ করে দিলেও সরকার জোর করে ডি এ দেওয়াতে পারেনি। মালিকদের বিগলিত সেবাদাস সরকারের পক্ষে সেকাজ অবশ্যই সম্ভব নয়।

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা যখন আতঙ্কিত, অসহায়, হতাশ এবং দিশেহারা, তখন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ ৬টি ইউনিয়ন গত ১৮ আগস্ট 'কালাচুক্তি' বাতিল, বকেয়া ডি এ সহ অন্যান্য জ্বলন্ত দাবিগুলিকে নিয়ে লাগাতার হরতালের ডাক দেয়। চটকল শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ধর্মঘটের আগেও সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতৃত্বকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আলোচনাতেই আসেননি এবং ধর্মঘটী ৬টি ইউনিয়নকে তাঁরা লিখিতভাবে জানিয়ে দেন যে, ওঁরা ৫ জানুয়ারির চুক্তিকেই কার্যকর করতে চান এবং এ নিয়ে কোনও আলোচনায় বসতেও ওঁরা রাজী নন। শুধু ইউনিয়নগুলোই নয়, সরকারের শ্রমদপ্তরও কোন ত্রিপাক্ষিক আলোচনা ডাকেনি। ১৮ আগস্টের হরতালের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটি তৈরি করে এবং তার বৈঠক গত ২৭ নভেম্বর হয়ে গেল। ডাকা সত্ত্বেও সিটু, আই এন টি ইউ সি সহ ১৫টি ইউনিয়ন ঐ সভায় যোগ না দিয়ে আলোচনার দরজা বন্ধ করে দেয়। এভাবে ঐক্য ভেঙে দেওয়া শুধু নয়, ১৮ আগস্টের ধর্মঘটকে ভাঙবার জন্য সিটু-আই এন টি ইউ সি'র শ্রমিকরাও বিস্মিত হয়েছে। কারণ, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে যে হরতাল, তাকে পুলিশ প্রশাসন, গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে যেভাবে ভাঙার চেষ্টা হল এবং একাজে সিটু নেতৃত্ব যেরকম মালিকের এজেন্টের ভূমিকা পালন করলেন তা চূড়ান্ত শ্রমিক ঐক্য বিরোধী একটি ঘৃণিত কাজ। এ থেকেই বোঝা যায় — সিটু নেতারা মালিকশ্রেণীর কাছে কতটা কমিটেড বা দায়বদ্ধ।

সিটু, আই এন টি ইউ সি'র ডাকা ২৯ ডিসেম্বরের ধর্মঘট প্রসঙ্গে শ্রমিকদের মনে প্রশ্ন, তিন মাস আগে যারা মালিকদের পক্ষ নিয়ে ৬টি ইউনিয়নের ধর্মঘট এভাবে ভেঙে দিল, তারা কি করে আজ ধর্মঘট করবে ? ওদের ২৯ ডিসেম্বরের ধর্মঘট মালিকদের সংগঠন আই জে এম এ-র সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে হচ্ছে না তো ? এই ধর্মঘট ৫-১-০২-এর কালাচুক্তিকেই লাগু করার নতুন কৌশল নয় তো ? আংশিক বর্ধিত ডি এ-র দাবি মেনে নিয়ে ওরা উৎপাদনভিত্তিক বেতন কাটার ষড়যন্ত্র করছে না তো ? এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে উৎপাদনভিত্তিক বেতন এবং ১০০টাকার বেতন কাঠামো বাতিল হবে কি ? সিটু, আই এন টি ইউ সি শেষপর্যন্ত ধর্মঘটে নামবে তো, না আগের দু'টো ক্ষেত্রে ধর্মঘট ডেকে যেভাবে আগেই ধর্মঘট শেষ করে দিয়েছে — সেটারই পুনরাবৃত্তি হবে? ১৮ আগস্টের ধর্মঘটে শ্রমিকরা স্বতঃফূর্তভাবে নিজেদের আন্দোলন মনে করেই অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বরের ধর্মঘট নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে আর সেই স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। বরং শ্রমিকরা আতঙ্কিত এই ভেবে যে তাহলে কি বেতন কাটার চুক্তিটিই লাগু হয়ে যাবে?

সিটু নেতা গণশক্তির প্রবন্ধে দাবি করেছেন, তাঁদের ৫-১-০২-এর চুক্তিটি ছিল 'শ্রমিকদের স্বার্থানুকূল'। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, শ্রমিকদের স্বার্থানুকূল এই চুক্তিটি দু'বছরেও শ্রমিকরা বুঝলো না কেন? ওই চুক্তির পরদিনই চটশিল্পের সমস্ত শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে ধর্মঘটে নেমে গেলেন কেন? এরপরও সমস্ত শ্রমিকরা দু'বার সর্বাত্মক প্রতীক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে এই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। এবার শ্রমিকদের, বিশেষ করে প্ল্যান্ট লেভেলের সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের চাপে পড়ে নেতারা বলছেন, ওই চুক্তি সংশোধন করে চালু করতে হবে। কিন্তু কী সংশোধন করবেন, সেটা বলেননি।

আসলে কালাচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে সিটু, আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব আজ শ্রমিকদের কাছে ধিক্কৃত বিচ্ছিন্ন। নিচুতলার নেতা কর্মীদেরও তাঁরা এই চুক্তি এবং তাঁদের কার্যকলাপকে বোঝাতে পারছেন না। এই অবস্থায় মুখরক্ষার জন্যই কিছু একটা 'আন্দোলন' করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই, এ তাদের অনেকটা অস্তিত্বের সংকট। অন্যদিকে মালিকদের সংগঠন আই জে এম এ এবং ফ্রন্ট সরকারও চাইছে যে, শ্রমিকদের মধ্যে সিটু, আই এন টি ইউ সি'র মতো মালিকদের সহযোগী শক্তিদেরই প্রভাব থাকুক। ওরা চাইছে যেন আন্দোলনের শক্তি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রভাব শ্রমিকদের মধ্যে না বাড়ে। এ হল 'গট আপ গেম'। এমনও হতে পারে যে, মূল দাবিগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে কিছু আংশিক দাবি মালিকরা মেনে নেবে — যেটাকেই সিটু-আই এন টি ইউ সি নেতৃত্ব 'লড়াইয়ের জয়' বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে 'লড়াই লড়াই' খেলাটা চালাতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী একটি আবেদনে বলেছে "আমরা বলতে চাই যে, এতদ্‌সত্ত্বেও যেহেতু কিছু শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং মূল দাবি তারা না তুললেও কিছু ন্যায্য দাবি তারা তুলেছে, যা আমাদেরও দাবি ছিল, সেইহেতু আমরা শ্রমিক ঐক্যের স্বার্থে ধর্মঘটের বিরোধিতা করছি না। শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরে বা শ্রমিকে শ্রমিকে বিভেদ বাড়ে এমন কাজ আমরা করতে পারি না। তাই শ্রমিকদের কাছে আমাদের আহ্বান — দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক ঐক্য বজায় রাখুন, সংগ্রামের পাশে থাকুন এবং নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে মূল দাবিগুলি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলতে থাকে এবং যেন 'কালাচুক্তি' বাতিল হয়।"

শিলিগুড়ি হাসপাতালে ডেপুটেশন

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল সুপারের উদ্দেশ্যে লিখিত এক ডেপুটেশনে ১১ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত রোগী ও সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই স্বাক্ষর সংগ্রহ চলাকালে প্রথম দিন পুলিস বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ পুলিসের বাধাকে অগ্রাহ্য করে স্বাক্ষর দেন। ১৪ নভেম্বর এই স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র হাসপাতাল সুপার ডাঃ এ কে সাহার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অনুপ বিশ্বাস, চন্দন বসাক, অভয় দত্ত ও শঙ্কর বিশ্বাস। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ হাসপাতালে টিকিট করার জন্য কোনও টাকা নেওয়া চলবে না ; সমস্ত জীবনদায়ী ওষুধ সরকার থেকে সরবরাহ করতে হবে ; রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ; ই সি জি, এক্স-রে, ইউ এস জি এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক কাউন্টার নিয়মিত খোলা রাখতে হবে ; দু'বেলা আউটডোর খোলা রাখতে হবে প্রভৃতি।

কোচবিহার জেলায় সেভ এডুকেশন কনভেনশন

৭ নভেম্বর কোচবিহার শহরে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির জেলা শাখা আয়োজিত শিক্ষা কনভেনশনে প্রায় দুইশত নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। কমিটির সভানেত্রী সাধনা বসু সভার কাজ পরিচালনা করেন। কমিটির জেলা সম্পাদক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিবেদনে জেলার শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার বাস্তব চিত্র পেশ করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ নানা অজুহাতে একের পর এক প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দিচ্ছে, সেই জায়গা পূরণ করছে প্রচুর পয়সা দিয়ে পড়ার বেসরকারি স্কুল, অথবা ১০০০ টাকায় চুক্তিবদ্ধ একজন শিক্ষা সহায়কের শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। শিক্ষাবর্ষ শুরুর ৬ মাস পরে ছাত্রছাত্রীরা বই পায়। পচা চাল-ডালের 'মিড ডে মিল' খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। প্রশাসনের প্রশ্রয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলির ডোনেশন গ্রহণের ঝোঁক বেড়েই চলেছে। সরকারি অনুদান বন্ধ। তফশিলি জাতি অধ্যুষিত পিছিয়ে-পড়া জেলা কোচবিহারের দুরবস্থার কারণ সরকারের বর্তমান শিক্ষানীতি।

সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক তপন রায়চৌধুরী বলেন, শিক্ষার এই বেহাল অবস্থা সারা রাজ্যের। সরকার শিক্ষার দায়ভার নিতে চাইছে না। সবচেয়ে বিপদের কথা হল, তারা শিক্ষায় জ্যোতিষ, ঝাড়ফুঁক, বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলনের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনন জগৎকে কুসংস্কার, যান্ত্রিকতা, কপালতত্ত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অজুহাত দেখাচ্ছে টাকার অভাবের। অথচ অনুৎপাদক ও অত্যাচারের যন্ত্র পুলিশ-মিলিটারি খাতে বাজেটের সিংহভাগ খরচ হচ্ছে। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য বন্ধ করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে বলেন।

এরপর ৮ নভেম্বর দিনহাটায় দেড় শতাধিক নাগরিকের উপস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কৃষ্ণকমল মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কনভেনশনে তপন রায়চৌধুরী বেকার সমস্যা দূরীকরণে অষ্টমশ্রেণী থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তন প্রসঙ্গে বলেন, দেশে যেখানে বাজার সঙ্কটের ফলে প্রতিদিন শত শত কলকারখানা বন্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ নতুন করে বেকার হচ্ছে, সেখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার শেষে বেকারত্ব দূর হবে — সরকারের এই প্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিসন্ধি ছাড়া কিছু নয়।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১৭ সংখ্যা

খবর এক নজরে

৭ মাসে ৮০ শ্রমিকের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তিতে সি পি এম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও সিটু নেতা ভুবন বড়াই স্বীকার করলেন যে, কেবলমাত্র যোগেশ চন্দ্র টি এস্টেটেই গত ৭ মাসে কাজ হারানো ৮০ জন শ্রমিক অনাহার, অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন।

(দি টেলিগ্রাফ, ২৭-১১-০৩)

সরকারি সংস্থায় ছাঁটাইয়ের নোটিশ

দুর্গাপুরে অবস্থিত ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি ফার্মার্স একটি রাজ্য সরকারি শিল্প সংস্থা। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা 'কনভেয়র রোলার' তৈরি করে। মোট কর্মচারি সংখ্যা ৪৬। বিশেষ করে ভারতীয় রেলকেই এরা রোলার বিক্রি করে থাকে। সম্প্রতি এই সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষ এক নোটিশ জারি করে ৪৬ জন কর্মচারিকেই সময় হওয়ার আগেই অবসর নিতে বলেছে। এজন্য একটা 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রকল্প' খাড়া করা হয়েছে। ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে অবসরে সম্মতি দিয়ে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। কর্মচারিদের মতে, এটা ছাঁটাইয়ের নোটিশ ছাড়া কিছু নয়। (দি টেলিগ্রাফ, ২৭-১১-০৩)

বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে ডাকাত দল

মধ্যপ্রদেশের পোহরি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ক্রান্তিতে পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি ঐ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গাজিঘর, তাড়িয়া, নয়া গাঁও, মাধেওয়া এবং ভানরা প্রভৃতি গ্রামে বিলি করেছে গাধারিয়া গ্যাং নামে পরিচিত একটি কুখ্যাত ডাকাত দল। শিবপুরীতে এখবর দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডি জি। (হিন্দুস্তান টাইমস্, ২৯-১১-০৩)

শিল্পে শান্তির ফেরিওয়ালারা জবাব দিন

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে 'জঙ্গি আন্দোলনের' কোনো অভিযোগ আনতে পারেনি মালিকপক্ষ। আনা যায়নি অসহযোগিতার অভিযোগও। তোলা হয়নি লোকসানের অজুহাত। তবুও এলমি ল্যাম্প কারখানা কলকাতা থেকে বরোদায় তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ফিলিপস কর্তৃপক্ষ। সেপ্টেম্বর থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উৎপাদন। (গণশক্তি ৩-১২-০৩)

বেসরকারীকরণের পর মডার্ন ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের ১০৩০ জনের চাকরি গিয়েছে। পদগুলিও বিলুপ্ত করা হয়েছে। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা মডার্ন ফুড ইন্ডাস্ট্রির পূর্ণ মালিকানা তুলে দেওয়া হয় বহুজাতিক সংস্থা হিন্দুস্তান লিভারের হাতে। তারপর প্রায় তিন বছরে সংস্থার তিনটি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

না, এখানে জঙ্গি আন্দোলন তো দূরের কথা, কোন আন্দোলনই হয়নি। তার ওপর উৎপাদনও বেড়েছে। বিলগ্নীকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরী লিখিতভাবে লোকসভায় জানিয়েছেন — বেসরকারীকরণের পর প্রথম বছর ৫২% ও দ্বিতীয় বছর ২০% বিক্রি বেড়েছে।

(ইকনমিক টাইমস্, ৪-১১-০৩)

কুকুর বেড়াল ছুঁচো ইঁদুরের অবাধ গতি

বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন — "কোন সভ্য দেশেই এরকম নিয়ম নেই যে, হাসপাতালের মধ্যে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারবে। .....সাংবাদিকদেরও আমরা হাসপাতালের সুপারের অনুমতি নিয়ে ঢুকতে বলেছি।" (গণশক্তি ৪-১১-০৩)

— বিদেশ —

মার্কিন সেনা হাজতে একজন ইরাকি সেনা অফিসারের মৃত্যু

গত ২৭ নভেম্বর বাগদাদের ২০০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে কাইম শহরে মার্কিন সেনা হাজতে স্বীকারোক্তি আদায় করার সময় বন্দী ইরাকি সেনা অফিসার মেজর জেনারেল আবদেল হামেদ মৌহাসের মৃত্যু ঘটেছে। লণ্ডনের দি গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ইরাকি প্রতিরোধকারীদের আর্থিক সাহায্য দেবার অভিযোগে মার্কিন সেনারা ৫ অক্টোবর সিরিয়া সীমান্তের কাছ থেকে মেজর জেনারেল আবদেল হামেদকে গ্রেপ্তার করে। হামেদ ইরাকি সেনাবাহিনীর রিপাবলিকান গার্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। (রয়টার্স, হিন্দুস্তান টাইমস, ২৯-১১-০৩)

মুক্তিসংগ্রামে শিশুরাও

ইরাকের রামাজি শহরে গেরিলাদের খোঁজে তল্লাসি চালাবার সময় দুজন সশস্ত্র ইরাকিকে দেখতে পেয়ে ধরার জন্য ছুটে গেলে তারা কাছের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মার্কিন সেনারা সেই বাড়িতে হানা দিতে গেলে — তাদের বাধা দিতে বেরিয়ে আসে ৭ বছরের এক শিশু। হাতে তার রাইফেল, মার্কিন সেনাদের দিকে তাক করা। সেনারা ঐ শিশুর পায়ে গুলি চালিয়ে তাকে ফেলে দেয়।

(দি স্টেটস্ম্যান ৩০-১১-০৩)

মার্কিন সহযোগীদের উপরে আক্রমণ অব্যাহত ইরাকে

ইরাকে মার্কিন সেনাদের পাশাপাশি এখন আমেরিকার সহযোগী দেশগুলির নাগরিকদের উপরেও আক্রমণ সংগঠিত করছে গেরিলারা। রবিবার বিকরিতে দুই কোরিয় ঠিকাদার গেরিলাদের আক্রমণে গুরুতর জখম হয়েছে। শনিবার বাগদাদে একটি মার্কিন সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়ে দুই মার্কিন সেনাকে হত্যা করেছে গেরিলারা।

কিছুদিন আগেই ইতালীয় সেনা ঘাঁটিতে হামলায় ১৯ জন ইতালিয় সেনা মারা গিয়েছিল। শনিবার গেরিলাদের হানায় প্রাণ হারায় সাত জন স্পেনীয় সামরিক গোয়েন্দা। ওই একই দিনে দু'জন জাপানি কূটনীতিককেও হত্যা করেছে গেরিলারা। জাপান, কোরিয়া, স্পেন ও ইতালিতে সাধারণ মানুষ ইরাকে সেনা পাঠানোর সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে।

(রয়টার্স, আনন্দবাজার, ১-১২-০৩)

বিরাট অঙ্কের মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট

প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে এবারকার প্রস্তাবিত মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট। এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০১.৩ বিলিয়ন ডলার (১৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি)। গত ২৪ নভেম্বর প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাক্ষর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। বিল অনুযায়ী ৯০০ কোটি ডলার যাবে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ ও উন্নয়ন খাতে। ১২০০ কোটি ডলার ব্যয় ধরা হয়েছে নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও মেরিন কমাণ্ডোদের নিয়ে যৌথ সমর অভিযান প্রকল্প গড়ে তোলার কাজে।

(সাপ্তাহিক টাইম, ৮-১২-০৩)

মার্কিন প্রযুক্তি শিল্পে লক্ষাধিক চাকুরির পদ বিলোপ

মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত 'আমেরিকান ইলেকট্রনিক অ্যাসোসিয়েশনের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, গত বছর (২০০২) মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ৫,৪০,০০০ চাকুরির পদ বিলুপ্ত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এর অর্ধেক সংখ্যক চাকুরির পদ এ বছরও (২০০৩) বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমেরিকার যে ৫২টি রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে ৪৯টি রাজ্যেই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে চাকুরির পদ বিলোপ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকারির হার ছিল ২.৪ শতাংশ। তা বেড়ে গিয়ে ২০০২ সালে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশ। কম্পুটার প্রোগ্রামারদের মধ্যে ২০০১ সালে বেকারের হার ছিল ৪.৫ শতাংশ। তা বেড়ে গিয়ে ২০০২ সালে দাঁড়িয়েছে ৬.২ শতাংশ। (রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড, ২১-১১-০৩)

চা বাগান মালিকরা আর কী অজুহাত দেবে

বর্তমান আর্থিক বছরের (মার্চ '০২-মার্চ '০৩) প্রথম ৬ মাসে বিদেশ থেকে ভারতে চায়ের আমদানি ব্যাপকহারে কমে গেছে। গত বছর ২০০২ সালের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এই ৬ মাসে যেখানে আমদানি হয়েছিল ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টন চা, সেখানে বর্তমান বছরে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ মাত্র ৪৭ লক্ষ টন। অর্থাৎ চায়ের আমদানি ৭২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। (দি টেলিগ্রাফ, ১-১২-০৩)

মার্কিন আধিপত্যকে রুখতে লাতিন আমেরিকায় প্রগতিশীলদের জোট

সম্প্রতি হাভানায় লাতিন আমেরিকান সোস্যাল সায়েন্স কর্তৃক আহূত এক সম্মেলনে বলিভিয়ার সাম্প্রতিক গণআন্দোলনের নেতা ইভো মোরালেস মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকা জুড়ে গণআন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির জোট গঠনের আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো, অন্যতম পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট স্যাভেজ সানচেজ। বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা, কিউবার প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন প্যারাগুয়ে, কলাম্বিয়া, নিকারাগুয়া, হণ্ডুরাস, ইকুয়েডার প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীল ও বামপন্থী শক্তিগুলি।

(রয়টার্স, হিন্দু ৩-১১-০৩)

এস ইউ সি আই প্রকাশিত নতুন বই

১। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন
— শিবদাস ঘোষ

২। **Communism – His-torical destiny of civilization**
— Nihar Mukherjee

৩। স্ট্যালিন স্মরণে
— নীহার মুখার্জী

৪। **Remembering Stalin**
— Nihar Mukherjee

৫। ইরাকের জনগণের লড়াই আমাদের সকলের লড়াই

প্রতিটি বইয়ের দাম পাঁচ টাকা

৬। সি পি আই(এম) কী প্রশ্নে এস ইউ সি আই-এর সাথে ঐক্য ভেঙেছিল।

দাম তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান

এস ইউ সি আই অফিস

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ১৩

জাজপুরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৃতীয় ওড়িশা রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন কমরেড ছায়া মুখার্জী

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩২ ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net